ভারত-চীন সম্পর্ক (India-China Relations)

ভারতের সঙ্গে চীনের সম্পর্কের ধারা বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও ঘটনাপ্রবাহের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। ভারত ও চীন এশিয়ার দুই জনবহুল বড় দেশ। দু দেশেই প্রাচীন সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল। বহু প্রাচীনকাল থেকে দুই দেশের মধ্যে যোগাযোগ ও আদান-প্রদানের ইতিহাস রয়েছে। ভারত থেকে বৌদ্ধধর্ম চীনে প্রচারিত হয়েছে। চীন থেকে পর্যটকগণ ভারতভ্রমণে এসেছেন। উভয় দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য চলত, ভারত 1947 সালে স্বাধীনতা পেয়েছে। 1949 সালে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের উদ্ভব হয়েছে। উভয় দেশই বিপুল জনসংখ্যা, বহু ধরনের সামাজিক সমস্যা ও অর্থনৈতিক দারিদ্র্যের চাপে বিপর্যস্ত ছিল। দুই দেশেই জাতিগঠনের কাজ, অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজ শুরু হয়েছিল। ভারত প্রথম থেকেই গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের উদ্ভবকে স্বীকৃতি দিয়েছে। চীন 1950 সালে তিব্বত দখল করলে ভারত উদ্বিগ্ন হলেও চীনের বিরোধিতা করেনি। 1950 সালে ভারত তিব্বতের ওপর চীনের সার্বভৌমিকতা স্বীকার করে। 1954-57 সালের মধ্যে চীনের সঙ্গে ভারতের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় ছিল। ভারত চীনের সঙ্গে যৌথভাবে পঞ্চশীল নীতি ঘোষণা করে।

Scanned with CamScanner

পঞ্চশীলের পাঁচটি নীতি হল—

— পরস্পরের ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমিকতার ওপর পারস্পরিক শ্রদ্ধা।

— পরস্পরকে আক্রমণ না করা।

— পরস্পরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা।

— সাম্য ও পারস্পরিক সুবিধা।

— শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান।

এই পাঁচটি নীতির ভিত্তিতে ভারত-চীন সম্পর্ক পরিচালিত হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। 1954 থেকে 1957 সাল পর্যন্ত চীন ও ভারত পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল। 1955 সালের বান্দুং সম্মেলনে নেহরু ও চৌ-এন লাই একসঙ্গে বহু আন্তর্জাতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। ভারত চীনকে রাষ্ট্রসংঘের সদস্য করে নেবার জন্য আবেদন জানায়। চীন গোয়া বিষয়ে ভারতের নীতি সমর্থন করে ও কাশ্মীর বিষয়ে নিরাপত্তা পরিষদে মার্কিন-সমর্থিত প্রস্তাবের সমালোচনা করেছিল।

1957 সালে চীন ও ভারতের মধ্যে সীমান্ত বিরোধ দেখা যায়। 1959 সালে চীন ভারতের সীমান্তবর্তী 50,000 বর্গমাইল জমির উপর তার মালিকানার দাবি জানায়। 1962 সালের সেপ্টেম্বরে চীন ভারতের পূর্ব সীমান্তে ম্যাকমোহন লাইন অতিক্রম করে আক্রমণ চালায়। পশ্চিম সীমান্তে আক্রমণ চালান হয়। ভারতীয় সেনারা প্রস্তুত ছিল না। চীনা সেনারা ভারতের অভ্যন্তরে বহু দূর পর্যন্ত প্রবেশ করে। 1962 সালের নভেম্বরে চীন তার সৈন্য সীমান্ত রেখার 20 কিমি পেছনে সরিয়ে নিয়ে যায়।

ভারত সীমান্তে চীনের আক্রমণ ভারত-চীন বন্ধুত্বের সম্পর্ক নষ্ট করে। বিশ্বে ভারতের মর্যাদা ও সুনাম নষ্ট হয়। তবে ঐ যুদ্ধের পর ভারত তার নিরাপত্তা বিষয়ে অনেক সজাগ ও সতর্ক হয়েছে।

ভারত-চীন সীমান্ত যুদ্ধের (1962) পর এক দশক ধরে উভয় দেশের মধ্যে কোন সম্পর্ক ছিল না। চীন ভারত-বিরোধী প্রচার চালাতে থাকে ও পাকিস্তানের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তোলে। 1965 সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে চীন পাকিস্তানকে রাজনৈতিক সমর্থন দান করে ও সামরিক সাহায্য পাঠায়। চীন ও পাকিস্তান ভারত-বিরোধী জোট গড়ে তোলে। চীন ভারতে নাগা ও মিজোদের ভারত-বিরোধী কাজে প্রশ্রয় দিতে থাকে। 1971 সালে ভারত-সোভিয়েত ইউনিয়ন মৈত্রী চুক্তি সই হলে চীন ভারতের ওপর আরও ক্ষুব্ধ হয়। বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় চীন পাকিস্তানকে পূর্ণ সমর্থন জানায়। কাশ্মীর বিষয়ে চীন পাকিস্তানকে সরাসরি সমর্থন করে।

তবে বাংলাদেশ যুদ্ধের পর ভারত ও চীন উভয়েই পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। 1974 সালে পোখরানে আণবিক বিস্ফোরণ ও 1975 সালে ভারতে সিকিমের অন্তর্ভুক্তির পর চীন তীব্রভাবে সমালোচনা করেছিল। 1975 সালে ভারত চীনের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেয়। উভয়ের মধ্যে পূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

1977 সালে চীন ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। 1980-এর দশকে উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও প্রসারিত হয়। তবে পাকিস্তান, ভিয়েতনাম, আফগানিস্তান, কম্বোডিয়া ও ভিয়েতনাম বিষয়ে উভয়ের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। উভয় দেশের মধ্যে সীমান্ত বিবাদের নিষ্পত্তি হয়নি। সীমান্ত নিয়ে বারবার আলোচনা চলেছে। 1988 সালে চীনের সঙ্গে ভারতের দ্বিতীয় বাণিজ্য প্রোটোকল স্বাক্ষরিত হয়। উভয় দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়তে থাকে।

1990-এর দশকে চীন ও ভারতের সম্পর্কের উন্নতি হয়েছে এবং বাণিজ্যিক আদান-প্রদান বেড়েছে। 1992 সালে চীন ও ভারতের মধ্যে মহাকাশ গবেষণা প্রযুক্তি ও তার প্রয়োগ বিষয়ে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা প্রসারের জন্য চুক্তি হয়েছে। 1992 সালে উভয় দেশ সীমান্ত থেকে টহলদারি সেনাসংখ্যা কমাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

2002 সালে চীনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীর সফরের সময় দশটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এক ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে যে দুই দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন শান্তি, সুস্থিতি ও প্রগতির পক্ষে প্রয়োজন। চীন ও ভারত পরস্পরের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করবে না বলে ঘোষণা করে। উভয় রাষ্ট্র বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার মধ্যে সহযোগিতার সঙ্গে কাজ করবে। উভয় রাষ্ট্রই রাষ্ট্রসংঘে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি, বহুপাক্ষিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ও নিরস্ত্রীকরণের কার্যসূচীর ওপর জোর দিয়েছে। উভয় দেশই পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রের ঐক্যবদ্ধ সহযোগিতা প্রসারের গুরুত্ব স্বীকার করে।

Scanned with CamScanner

2005 সালে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে নিরাপত্তা বিষয়ে strategic আলোচনা হয়।

2006 সালের 27মে চীন ও ভারতের মধ্যে সামরিক চুক্তি হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যা বিষয়ে উভয় দেশের প্রতিনিধিরা আলোচনা করেছে। উভয় দেশই বলেছে যে সীমান্ত বিষয়ে মতভেদ তাদের দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার ধারা ক্ষুণ্ণ করবে না।

চীন ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্যিক সহযোগিতা প্রসারণের জন্য চীন ভারতের দ্বিতীয় বড় বাণিজ্যিক অংশীদার হয়েছে। ভারতে একাধিক চীনা কোম্পানি বিনিয়োগ করেছে। চীনেও ভারতের কয়েকটি সংস্থা ব্যবসা-বাণিজ্য করছে। উভয় দেশই সিকিমে নাথুলা পাস দিয়ে ব্যবসাবাণিজ্য করবে বলে জানিয়েছে। শক্তিসম্পদ নিয়ে উভয় দেশের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। উভয়েই মধ্যপ্রাচ্যে মধ্য এশিয়াতে শক্তি (Energy) সন্ধান করছে। 2006 সালে উভয় দেশই তেল ও শক্তি আহরণের ক্ষেত্রে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতায় রাজী হয়েছে।

তবে ভারত ও চীনের সম্পর্কের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে জটিলতা রয়েছে। পারস্পরিক সংশয় আছে।

চীনের দিক থেকে—

— চীন ভারতের Look east policy (পূর্বমুখী নীতি) ভাল চোখে দেখছে না। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে ভারতের প্রভাব বিস্তার পছন্দ করছে না।

— চীন জাপান ও রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নিয়ে অস্বস্তিতে আছে। এশিয়াতে রাশিয়ার প্রভাব বিস্তার চীন পছন্দ করে না।

— চীন ভারত-মার্কিন আণবিক চুক্তিতে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে আঞ্চলিক শক্তিগত ভারসাম্য রক্ষার জন্য পাকিস্তানকে সামরিক ও আণবিক সাহায্য দিচ্ছে।

ভারতের দিক থেকে—

— ভারত চীনের তিব্বত-নীতি নিয়ে অস্বস্তিতে আছে। ধর্মগুরু দলাই লামা জীবিত থাকতে থাকতে ভারত তিব্বত-সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান চায়।

— চীন-ভারত সীমান্ত বিষয়ে এখনও ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

— চীন পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, মায়ানমারকে সামরিক সাহায্য দিচ্ছে; পাকিস্তানের নৌবাহিনীকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ নিয়েছে। তার জন্যও ভারত চিন্তিত।

— উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মে ভারত বিব্রত। গোয়েন্দামহলের সূত্রে খবর আছে যে তার পেছনে চীনের প্রশ্রয় আছে।

— নেপালে চীন অস্ত্র সরবরাহ করছে। তার জন্য ভারত উদ্বিগ্ন।

— চীন ও ভারতের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়লেও Cross-border Investment বাড়েনি।

তবে চীন ও ভারত প্রতিবেশী রাষ্ট্র। উভয়ের মধ্যে সহযোগিতা এশিয়াতে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করবে। চীন ঘোষণা করেছে যে সে শান্তিপূর্ণ সহযোগিতা চায়। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে harmonious development চায়। চীন ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক পরিচালনার ক্ষেত্রে সতর্কভাবে তার জাতীয় স্বার্থের অনুসারী কৌশল ও কার্যসূচী নির্ধারণ করে। ভারতকেও তার নিরাপত্তা ও জাতীয় স্বার্থের দিকে সতর্ক নজর রেখে চীনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক পরিচালনা করতে হবে।

ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক (India Pakistan Relations)

Scanned with CamScanner